ARCHIVE
APRIL 2014

এপ্রিল ২, ২০১৪

"আমবাঙালি সত্যজিতকে শ্রদ্ধা করে অসম্ভব, কারণ তিনি সাহেবদের কাছে সম্মান পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কয়েকটা সিনেমা বাদে বাকিগুলো আদপে ভালবাসে না।"

-চন্দ্রিল ভট্টাচার্য (ব্যাপার সহজপ্রাচ্য নয়)

হুম ভাববার কথাই বটে, দাড়ান বঁটি নিয়ে তেড়ে আসার আগে থামুন , দুদণ্ড জিরিয়ে নিন, ভাবুন... চিন্তাপোকা কি কয় ? স্রেফ কথার ধুড়ধুড়ি না চিন্তার বুজকুড়ি ? জানান আমাদের।

এপ্রিল ৩, ২০১৪

একটা প্রশ্ন ফস করে মাথায় এল, christie র mousetrap অনেকেই পড়েছেন/দেখেছেন, প্রেমেন মিত্তিরের ‘চুপি চুপি আসে’ কজন দেখেছেন জানি না... (যেটা নিঃসন্দেহে mousetrap দ্বারা অনুপ্রাণিত, অনেকটা ঝিন্দের বন্দি আরকি), christie কে criticize করার সাহস হচ্ছে না তবে আমাদের কেন জানি বর্ষা রাতে ‘চুপি চুপি আসে’ টাই মনে ধরে...

এপ্রিল ৪, ২০১৪

'দাদা-আ, ইমলির জেলিগুলো, তেঁতুলসত্ত্ব পার পিস মাত্র দু টাকা, আমলকীর চাটনি চ্যবনপ্রাশ, পার পিস মাত্র এক টাকা।' পাঁচটা পনেরোর গেদে লোকাল। অফিস ফেরত সবাই চৈত্র মাসের প্যাচপ্যাচে গরমে ক্লান্ত। তবু আওয়াজটা শুনে সব্বাই একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। কারণ কণ্ঠটা একজন নারীর, আর কামরাটা জেনারেল। বয়েস মেরেকেটে ২৬, শ্যামলা দোহারা চেহারা, বিবাহিত, ঘামে ভেজা শরীর।সঙ্গে একটি বছর পাঁচেকের ফুটফুটে মেয়ে। এক হাতে ধরা প্লাস্টিকের কৌটো, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, অন্য হাতে ধরা বাচ্চাটির হাত। অনভ্যস্ত গলায় অনর্গল আউড়ে যায় একই বুলি... দাদা-আ, ইমলির জেলিগুলো। কয়েকজন কেনে, কয়েকজনের দশটাকার নোটের ন'টাকা খুচরো ফেরত দেয় সে। এ লাইনে নতুন, বোঝা যায়। সে সহানুভূতি চায় না, আহা উহু চায় না। সে শুধু চায় কাল রাতে বড়বাজার থেকে গয়না বন্ধকের টাকায় কেনা প্লাস্টিকে মোড়া ইমলির

জেলি আর কয়েকটা বিক্রি হোক। সে অসহায় বলে নয়, সে নারী বলে নয়, তার জিনিসটা ভালো বলে। যেমন মানিকের ভুজিয়া, শ্রীকুমারের চিঁড়েভাজা বা বিজয়ের বাদাম। সে কাউকে জানাতে চায় না, তার শরীরে ক'খানা মারের দাগ, চায় না জানতে দিতে তার স্বামী চিটফাণ্ডে সর্বস্বান্ত নাকি ক্যানসারের লাস্ট স্টেজ, কিংবা কেউ তার মেয়ের গাল টিপে দিয়ে বলুক, কোন ক্লাসে পড়িস? বেলঘড়িয়া স্টেশনে মেয়েকে নিয়ে নেমে যায় আমাদের জেলি লজেন্স। ভিড় ঠেলে, পয়সা বাঁচিয়ে, হাজারটা পুরুষের চাগিয়ে ওঠা প্রবৃত্তিকে দাঁতে দাঁত চেপে সয়ে গিয়ে। সিগন্যালের হলুদ আলোটার পাশ দিয়ে ঝাপসা হয়ে যেতে থাকে দু'জন। নারী শব্দের মানেটা আবার গোলমাল হয়ে যায়।

এপ্রিল ৭, ২০১৪

একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার ফাঁড়ির নাম ছিল সুচিত্রা সেন, তার ইস্টিশনের নাম ছিল শহিদ ক্ষুদিরাম, তার প্রার্থীর নাম ছিল দীপক অধিকারী, তার ধর্ষণের নাম ছিল সাজানো ঘটনা--- কিন্তু যেই ইলেকশন কমিশনারের নাম দিয়েছে সিপিয়েমের চক্রান্ত অমনি ভূমিকম্প হয়ে সব সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে।

হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!

এই গেল গেল– নাড়ি-ভুঁড়ি সব ফেটে গেল!

এপ্রিল ৯, ২০১৪

ঘড়িতে মধ্যরাত, শুতে যাবার আগে খালি খালি খিদে পায় কেন রে? ফ্রিজটা খুলতেই হতচ্ছাড়া কাঁচের বাটিতে রাখা চাটনির গতি হয়ে গেল, সঙ্গে বোরোসিলের বাটিটাও। চোর পড়েছে ভেবে বাড়ির লোক মাৎ মাৎ করে তেড়ে আসায় আমার কুকীর্তি একেবারে হাতেনাতে। 'ইয়ে মানে এট্টু জল খাবো বলে...' কে শোনে কার কথা? অগত্যা রান্নাঘরের কোণায় ঘাপটি মেরে থাকা ঝাঁটা (আপ নয়) আর আনন্দবাজার বের করে কাঁচ কুড়োতে লেগে পড়তে হল। মা-বাবা-কাকা-বৌদি মায় পুঁচকেটা পর্যন্ত, ওই যে, ওই যে চেয়ারের তলায় একটা টুকরো। কুড়নো শেষ যখন, তখন ফিনিশার ঝাড়লেন কাকীমা... 'ভালো করে কুড়িয়েছিস তো? সকালবেলা ময়নার মা মুছতে এসে হাত কাটবে...!'এই পর্যন্ত শুনে যারা ভাবছেন, আমার বাড়ির লোক হেবি দয়ালু, আপনারা পুরোটা শোনেন নি।

কারণ আমার আধুনিকা কাকীমার ঠিক পরের উক্তিটি ছিল, 'সেই হাত কাটার অজুহাতে আবার তিনদিন কামাই করবে।'

আপনারা যা ভাবার ভেবে নিন, আমি শুতে চল্লাম।

এপ্রিল ৯, ২০১৪

বছর দশেক আগেও ভোটের প্রচার খানিক অন্যরকম ছিল। কালার টিভি তখন সবেমাত্র মধ্যবিত্তের ঘরে, দূরদর্শন যে প্রচারের মাধ্যম হতে পারে, তেমন কারুর মাথায় আসেনি। ফ্লেক্স, ভিনাইলেরও বিশেষ রমরমা ছিল না। তখন সবেধন নীলমণি ছিল গেরস্তর দেয়াল। আমাদের দেয়াল জুড়ে থাকত ভোট। সে তো আজও থাকে। কিন্তু তাতে শুধুই থাকে অমুক চিহ্নে তমুক কে ভোট দিন, দুর্নীতি প্রতিবাদে, উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে, বঞ্চনার প্রতিবাদে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ইত্যাদি নানা হাবিজাবি কারণে। আমরা বিশেষ পড়েও দেখি না সেসব, চোখ ফেরাই শুধু। কিন্তু দেয়াল থেকে মিসিং কার্টুন আর ছড়া। একেকরকম পার্টির একেকরকম ছড়া, তাতে হিউমার থাকতো না স্যাটায়ার, তা নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামায়নি। আমাদের পাড়ার নীলুদা দুই প্রধান শাসক-বিরোধী দলের হয়েই কার্টুন আঁকত। কেউ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন না সেসব নিয়ে, হালকা মজায় ট্রেন কম্পার্টমেন্ট মুখরিত হত সেইসব আড্ডায়। ইন্দিরা-জ্যোতি বসুকে নিয়ে করা সেই

বিখ্যাত সিরিজ ছড়া আজও কাকা-জ্যাঠাদের মুখে মুখে ফেরে। সেইসব দিন আর নেই। প্রচারের মজা নিয়ে আর কেউ সময় নষ্ট করে না, মজাসে প্রচার করে। আসুন না, আমরা, দল-মত নির্বিশেষে সেই হারিয়ে যাওয়া কার্টুন আর ছড়ার কিছু পুনরুদ্ধার করি। শেয়ার করুন আপনার মনে রয়ে যাওয়া সেইসব ছবি-লেখা, আমাদের হাসির মণিমুক্তো। কুৎসা নয়, গালিগালাজ নয়, একটু ব্যঙ্গের খোঁচা, একটু হাসির ঝিলিক। একটু প্রাণখুলে হাসি সবাই মিলে।অনেকদিন পর।

এপ্রিল ১১, ২০১৪

ট্রেনে দুজন যুবকের কথোপকথনঃ

- ও মুসলমান না মহামেডান?
- হেঃ হেঃ, আবে মুসলমান আর মহামেডান আলাদা নাকি?
- ওহো! মানে আমি বলছি ও বাঙালী না মুসলমান?

আজও আমাদের আশেপাশের বেশীরভাগ মানুষের কাছেই ‘বাঙালী’ আর ‘মুসলমান’ দুটি আলাদা সম্প্রদায়।

এপ্রিল ১২, ২০১৪

ও পার বাংলার মানুষের কাছে জামাই শব্দের একটা অর্থ স্বামী।
তাহলে শ্বশুরমশাই-শাশুড়িমা মেয়ের স্বামীকে কি বলে ডাকেন?
জানার ইচ্ছে রইলো।

এপ্রিল ১৪, ২০১৪

BBC র Sherlock দেখে যারা এই শীতকালে Cumberbatch-র 'scarf' পরেছেন, তাদের সোনার কেল্লায় ফেলুদার 'মাফলার' পরাটাও একবার 'try' করা উচিত... মনেই পরছে না ? বল্লেন কি মশাই ? এই যে আল্লাদে অষ্টআশিবার সোনার কেল্লা দেখলেন ? মনে পড়ল ? না পড়লে মগজে ডুবুরি নামিয়ে আর কাজ নেই youtube টা খুলে ফিলিম খান আরেকবার দেখুন... Sherlock তো মাত্র দু বার দেখেই মনে রাখতে পারলেন , ফেলুর বেলায় এত ঝঞ্ঝাট কেন ? খুব বেশি বার দেখেছেন বলে কি ?

আরেকবার নববর্ষ আসছে... 'new year' এ তো হামেশাই 'resolution' নেন, তা ইয়ে, 'এই বছর' আরেকবার 'সঙ্কল্পগ্রহণ' এর চেষ্টা করবেন নাকি ?

এপ্রিল ১৪, ২০১৪

ভুঁইফোঁড়িয় ডিজিটাল কবিদের লেখা যদি আপনার দুর্বোধ লাগে তাহলে নিজেকে এক্কেবারে অশিক্ষিত ভাব্বেন না...কারণ যারা লিখেছেন তারাও সম্ভবত না বুঝেই লিখেছেন... না বুঝে কবিতা লেখা সহজ বেশ... বার দুই চেষ্টা করে দেখুন না... আপনিও দিব্বি পারবেন... তাপ্পর যা কিছু একটা (সাপ,ব্যাং শকুনির ঠ্যাং যা হোক) ছবি বাগিয়ে (ও ট্যাগিয়ে) পোস্ট করুন... দেখি মানুষে না লাইকিয়ে কি করে পার পায়।

যাদের news feed এ abp ananda র 'খবর'(?) থাকে... এবং সেই সব দেখেও যদি তারা পেজটাকে unlike না করে থাকেন... তাহলে ভারী মুশকিল কিন্তু ।

এপ্রিল ১৪, ২০১৪

বাঙালীর সংস্কৃত জ্ঞান উথলে ওঠে নবজাতকের নামকরণের সময়। শুনলেই হাই ভোল্টেজ স্পার্ক বাঁধা। আজকাল নাকি বাচ্চার নামে অন্তত দুটি যুক্তাক্ষর না থাকলে বাবা-মায়ের মাথা ধড়াধধড় কাটা যাচ্ছে। হ্যাঁগো বৌদি, শুনলাম তোমার ছেলের নাম দিয়েছো সিদ্ধার্থ, শেষে এতো কমন নাম? তোমরা কি ইসে মানে, কংগ্রেসী নাকি? ওই সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নামে...

এদিকে শব্দকল্পদ্রুমের বিক্রি টেস্ট পেপারকে টেক্কা দিচ্ছে। উরুশ্চারণ করতে গিয়ে দাঁত ভাঙায় ডেন্টিস্টের পসার আম্বানীচুম্বী। কিন্তু ও এম আর ফিল আপ করতে গিয়ে যে দুটো পেজেও শানাবে না, সে খেয়াল নেই কারু। অঙ্কে ফেল করা জ্যোতিষী আইনস্টাইনসম নিউমেরোলজি কষে দেখিয়ে দিচ্ছেন কীর্ণনাভতে v-এর বদলে bh লিখলেই ছেলের বিদেশ যাওয়া আটকায় কোন টোয়েফল!

বাঙালীর সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর নন্দন চত্বর, আর সংস্কৃতর আঁতুড়ঘর... ইয়ে মানে ওই আঁতুড়ঘরই।

এপ্রিল ১৫, ২০১৪

আচ্ছা, temple run 2 খেলার সময় যে দত্যিটা তাড়া করে, ওইটেই কি বুনিপ?

'খাতা দেখে গান গেও না, উলটে পাতা যেতেও পারে
পাতা টাতা উলটে গেলে হোঁচট খাবে বারে বারে।'
না বুঝে মুখস্ত করা বড় বাজে অভ্যেস। কিন্তু মুখস্ত না করে চালিয়াতি বিদ্যেটা? আরে বাবা পরীক্ষা তো দিতে বসিনি, তবে খাতা দেখে গাইবো না কেন? কেন? কারণ ওই আগের লাইনগুলো যার কলম দিয়ে বেরিয়েছে সেই পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ গায়ক তিরিশটা গান অনায়াসে গেয়ে দেন, না দেখে। প্রৌঢ় নাটুয়া স্টেজে দাপিয়ে অভিনয় করে বেড়ান গোটা মেঘনাদবধ কাব্য, একা, না দেখে। পঞ্চাশোর্ধ বাচিকশিল্পী একটার পর একটা আবৃত্তিতে মঞ্চ শাসন করে যান, চোতা ছাড়াই। আর এক ছোকরা শিল্পী টিভি প্রোগ্রামে মাত্র গোটাপাঁচেক গানের প্রথম চারলাইন গাইতে এসে কুড়িবার কাগজের দিকে তাকায়।
লজ্জা করে না মশাই?

এপ্রিল ১৫, ২০১৪

খিক খিক... থাক মৈনাক বাবু আপনার আর ফিলিম বানিয়ে কাজ নেই, New York এর যে Central Park এ ৬ মাস অন্তর বই পড়তে যান, সেখানে বসে mexican দের সাথে বসে দু এক ছিলিম টানুন গিয়ে... কাজে দেবে...

এপ্রিল ১৬, ২০১৪

কৌশিক গাঙ্গুলি অপুর পাঁচালি বানাবেন... nostalgia উস্কে দেবেন, দারুণ অভিনয়ে হয়ত পরমব্রত বা অন্য কেউ হাততালি কুড়োবেন (ভাগ্য ভাল আর বিচারকদের মেজাজ ভাল থাকলে আরও কয়েকটা পুরস্কার টুরস্কারও জুটে যেতে পারে,) পরিচালক হাল্কা হেসে 'বাইট' দেবেন...

কিন্তু অপুর কি হবে ? আর সেই সুবীর ব্যানার্জি? internet এ আঁতিপাঁতি করে খুঁজলেও (তাঁকে নিয়ে এত বড় banner এ ফিল্ম হওয়া সত্ত্বেও) যার ছোট ছোট কয়েকটা ছবি ছাড়া আর তেমন কিছুই পাওয়া যায় না... তার?

এপ্রিল ১৮, ২০১৪

দয়া করে কেউ কখনও বাংলায় 'সূর্য কাঁদলে সোনা' ফিল্ম বানানোর চেষ্টা করবেন না... যদি করেনও অগ্নিমান্দ্যবাজার পত্রিকাকে রিভিউ লিখতে বারণ করে দেবেন...

আমাদের কে এতটাই খারাপ অবস্থা যে সব কিছুতেই দশ গোল খেয়ে বুক ফুলিয়ে (খানিকটা যেন দুঃখবিলাসিও) বলতে হবে আমরা 'culturally' অন্যদের থেকে superior? (যদিও দাঁত নখ ভাঙ্গা সিংহ, তবুও সিংহ তো)
কথা টা খুব ভুল এখনো হয়ত না... কিন্তু শুধু 'কলচর' কল্লেই কি চলবে কাকা ?

ভোট, তুমি ইরম শর্মিলা চানুর যোগ্য নও।

এপ্রিল ১৯, ২০১৪

আপনি নিরাপদ নন!
আপনার AC টাকে চোখে চোখে রাখুন।

ফিল্ম দেখেন? ঠিক আছে, ঠিক আছে অত কিছুর লিস্ট ধরিয়ে দিতে হবে না... যারা একটু 'cerebral' দর্শক তাদের কাছে একটু জানতে চাই এইবার; গেল বছর যা যা ফিল্ম বেরিয়েছে সব কি দেখেছেন? ওই দেখুন, আবার লিস্টি? Lunchbox বা Ship of Thesus টা বাদ দিলাম (যদিও ওগুলোও কতজন দেখেছেন বলা মুশকিল)। দেখুন দিকি এগুলোর মধ্যে লাগে কিছু চেনা চেনা? qissa, monsoon shootout, lucia, fandry, liar's dice, I.D, ugly.... ঘাবড়াবেন না... প্রত্যেকটাই ভারতীয় ফিলিম... অর্ধেক তো ইংরিজিও না...এসব যদি নাও দেখে থাকেন তাও এটা তো দেখেইছেন নিশ্চয়ই, 'The World of Goopi and Bagha' ? দেখেছেন? হ্যাঁ? .... না দেখেননি কারণ এটা 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' নয়... Shilpa Ranade র তৈরি দারুণ একটা animation ফিল্ম, rio2 নামক crap টি দেখতে না গিয়ে এটা দেখুন না... ভাল লাগবে...

এপ্রিল ২০, ২০১৪

শিবুদার ইলেকট্রনিক্সের দোকানে একটা টিভি রাস্তার দিকে ঘোরানো। সেটাকে ঘিরে কলকাতার ম্যাচ দেখছে একদল লোক। ওই যে কমলদা, তৃণমূলের মাঝারি নেতা, যার ঘাড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বিশু, ও তো এস এফ আই করে। গম্ভীর শূন্য রানে আউট, একসাথে কপাল চাপড়ায় দুজন। বাঁদিকে, সিগারেটের ভাগ করে খাচ্ছে যে দুজন, একজন বিজেপি, আরেকজন কংগ্রেস। ওরা চেন্নাইয়ের সাপোর্টার। 'আজ কেকেআর হারলে তোকে একটা বড় গোল্ডফ্লেক খাওয়াবো।' ওই যে আম আদমি, ওই যে সমাজবাদী, না না, ওরা তো পাঞ্জাব, ও তো কিংস ইলেভেন, সেকি ও তো মাওবাদী, সে নকশাল, ও রাজস্থান রয়্যালস, নাকি ও মুম্বাই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু।

এরপর ভোট আসবে, সবাই কিছুদিন কম কথা বলবে। ষোলো তারিখের পর নানা রঙের আবির ধুয়ে আবার শিবুদার দোকানের সামনে দেখতে আসবে বিশ্বকাপ। কেউ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কেউ জার্মানি...। তৈরী হবে নতুন সমীকরণ, নতুন বন্ধুত্ব-রেষারেষি। রামকঞ্জুষ রহমানকাকা সব্বাইকে চা খাওয়াবে, সিপিএম আর তৃণমূল টুবলুদের ছাদে উঠে একসাথে বাঁধবে বিশাল নীল সাদা পতাকা। পৃথিবীটা আজও বড় মায়াবী।

এপ্রিল ২০, ২০১৪

কবীর সুমন জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, কারণ তিনি গানটা গাইতে জানেন না। - নচিকেতা চক্রবর্তী

৩৬৫ দিন যে একটি পানু পত্রিকা সেটা মহাকবি পুরন্দর ভাট অনেকদিন আগেই বলে গিয়েছেন। কিন্তু আমার ভাবতে গা ঘিনঘিন করে যে নচিকেতা নামক এই গর্ভস্রাবটির(দুঃখিত, এর চেয়ে ভালো বিশেষণ খুঁজে পেলাম না আর) সঙ্গে সুমন একদিন স্টেজ শেয়ার করেছেন বহু অনুষ্ঠানে, অ্যালবাম করেছেন একসাথে। এক ইন্টারভিউতে প্রসঙ্গক্রমে সুমনের নাম ওঠাতে ইনি কপালে হাত ঠেকিয়েছেন। আর মাত্র কয়েকমাস আগেই সুমন এই জঞ্জালটির আরোগ্য কামনা করেছেন তাঁর অনুষ্ঠানে, তার গান গেয়েছেন।

ছিঃ!

এপ্রিল ২১, ২০১৪

এই গরমে যদি ভীষণ বোর লাগে, নাক আর ফেসবুক খুঁটেও যদি সময় না কাটে, এসে গেছে অব্যর্থ ওষুধ। নিউজ চ্যানেল, নিউজ চ্যানেল, নিউজ চ্যানেল...।

টিভির রিমোট হাতে একেবারে বামদিক থেকে শুরু করুন, মানে ছাব্বিশ ঘন্টা আর কি, দেখবেন খবর হচ্ছে ‘রাজ্যে আরো একটি মশা মরল, তার গায়ে কিন্তু ঘাসফড়িং-এর ডানার ছাপ স্পষ্ট।’ তারপর আরেকটু এগিয়ে আকাশে উড়ে দেখুন, ‘মশাটি কিন্তু একটি গরুর গায়ে বসেছিল, গরুর কিন্তু জবানবন্দিতে স্পষ্ট, তার কিন্তু ল্যাজের আঘাতে মশাটি মরে নাই, কারণ কিন্তু তার ল্যাজে কিন্তু একটিও চুল ছিল না।’ এইসব দেখে আপনি সবে যখন ভাবতে শুরু করেছেন মশার হত্যাকারী কে এই নাটকের ক্লাইম্যাক্স জেনে গেছেন, অমনি লাফ দিয়ে চলে এলেন মাঝামাঝি, অর্থাৎ পরমানন্দ চ্যানেলে। সেখানে বসেছে ক্ষতিপক্ষের আসর,(পাওয়ারড বাই টেক সিক্সটি নাইন)।এই ব্যস্ত বাজারে যেসব সরীসৃপদের হাতে বিশেষ কাজকর্ম নেই, তারা ঝগড়া করে মাতিয়ে তুলছেন পাড়া। বিষয়ঃ মশাটির মৃত্যু কি অসাংবিধানিক। সেখানে একমাত্র মত স্পষ্ট সঞ্চালক মশাইয়ের,

বাকিরা একেকবার একেক স্ববিরোধী ডায়লগ ঝাড়ছেন। এইসব দেখে সবেমাত্র আপনি একটু দোনোমনো করতে শুরু করেছেন, অমনি ডানদিক থেকে ভারী গোলাবর্ষণ। এসে গেছে কলাপাতা টিভি, ঢ্যান-ট্যা-না...। 'মশাটি যে আত্মহত্যা করেনি তাঁর প্রমাণ এখনও পুলিশের কাছে আসেনি। হার্মাদবাহিনীর ভয়ে সে নিজের ঘরে লুকিয়ে ছিল, এ খবর আমরা তার স্ত্রীর গোপন চিঠিতে জানতে পেরেছি।' সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ো ধরে ফেললো নিউজ রংটাইম, 'ঘাসফড়িং-এর বিরুদ্ধে মশাহত্যার এই কুৎসা রটানোর তীব্র প্রতিবাদ করছি, বাংলার ঘাস-ঘোড়া-ঘাসিয়াড়া এর জবাব দেবেন।' এইসব দেখে সখন আপনার বোরডম পগার পার, সবেমাত্র কোডোপাইরিন-এর শিশির দিকে হাত বাড়িয়েছেন, শেষ পাঞ্চটি ঝাড়ল ছেনাল ঘোষ বিহীন চ্যানেল (বালাই) ষাট। 'মশাহত্যার এই ঘটনাটি পুরোপুরি সাজানো। এটি আসলে কাস্তে-কুড়ুল-ছেনি-গরু-ছাগল-গোয়ালা-মাদার ডেয়ারি-পরমানন্দর মিলিত ষড়যন্ত্র।'

-এই গল্পের সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক।

-এই গল্প লিখতে কোন মশা আহত/নিহত হয় নি।

-ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এতে ক্যান্সার হয়।

এপ্রিল ২২, ২০১৪

বেশি 'রংবাজি' করে আমাদের ফাঁসাবেন না... খবর'দার!

ওম মনিপদ্মে হুম-হুম-হুম-হুমকি!
পেয়ে গেছি দাদা, কাল রাতে। আমাদের লেখার স্যাটায়ার না কমালে 'ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত হও'- ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তী। আর একান্তই না কমালে আস্তে করে রিপোর্ট করে দেবেন। রিপোর্টটা ফেসবুকের ফিচার না পুলিশের অত্যাচার সেটা বুইতে পারিনি বলে কাল সারারাত মোটে ঘুম হয়নি।
অতএব জনগণ, দয়া করে স্যাটায়ার এর নবটা কিভাবে কমানো যায় এট্টু শিখিয়ে দেবেন ভাইটি? নইলে খুব শিগগিরি লপসি আর পশ্চাদ্দেশে হুড়োর স্বাদ পাচ্ছি আমরা। বেশিদিন পোস্টাপোস্টি বন্ধ থাকলে কৃপয়া লালবাজারে একটিবার খোঁজ নেবেন। আর হিউমারকে বোলো, বং তাকে ভোলেনি।
ও বাবা গো, মা গো, বড়দা গো, আমাদের কি হবে গো!
-ইতি পেন্টু হলুদ হয়ে যাওয়া অ্যাডমিন'কুল'

এপ্রিল ২৪, ২০১৪

ফেসবুকে কথায় কথায় অপ্রাসঙ্গিক পিকচার কমেন্ট করে নিজেকে রসিকশ্রেষ্ঠ মনে করা থেকে বিরত থাকুন, ওটা আসলে অশিক্ষারই পরিচয়।

'ও দাদা, কি বই বলুন না?'
'প্রাইমারী টেট, আইবিপিএস, এই যে দিদি দেখুন না?'
'অর্গানাইজার বেরিয়েছে তো, লাগবে না? কোন সেমেস্টার?'
'কি, গল্পের বই? সত্যজিৎ রায়? ভালো কমিশন দেব দাদা, এইদিকে আসুন, এদিকে।'
'কি বই?'
'কি বই বলুন?'
'বলুন না?'
'ও দাদা, কি বই, কি বই'...।
ব্যস্ত সময়ের গড়িয়াহাট বা হাতিবাগান হলে বিরক্তই হতাম, কলেজ স্ট্রীটে যে কিছুতেই বিরক্ত হওয়া যায় না।

এপ্রিল ২৫, ২০১৪

রাত বারোটায় জড়ানো গলায় উল্লাস করতে করতে ছুটে গেল একটা লোক, গায়ে কেকেয়ারের জার্সি।

লম্বা সুগঠিত চেহারা, বছর চল্লিশেক বয়স, সাঁওতাল। ওর নাম বুধুয়া। কে কে আর কিম্বা ইস্টবেঙ্গল কিম্বা ইণ্ডিয়া, সব্বার জেতার আনন্দে ও একটা রেডিও ভাঙে, আর আকণ্ঠ মদ খায়, চোলাই। আজও হয়তো খাবে, তারপর ধুলো মেখে পড়ে থাকবে নর্দমার পাশটায়। সকালে খোঁয়াড়ি কাটতেই লেগে পড়বে জোগাড়ির কাজে।

… আমরা যদি এই আকালেও স্বপ্ন দেখি, কার তাতে কি!

এপ্রিল ২৬, ২০১৪

‘তাহার বয়স বোধ করি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে, শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রঙ ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা,--মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে। কিন্তু বোধ হয়, সম্প্রতি কোনও কষ্টে পড়িয়াছে; কারণ বেশভূষার কোনও যত্ন নাই, চুলগুলি অবিন্যস্ত, গায়ের কামিজটা ময়লা, এমনকি পায়ের জুতাজোড়াও পর্যন্ত কালির অভাবে রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছে। মুখে একটা উৎকণ্ঠিত আগ্রহের ভাব।’

কয়েকদিন আগে বিগ ব্যাং থিয়োরি নামের এক প্রবল জনপ্রিয় টিভি সিরিজে তার নাম উঠল, বিয়োমকেশ ব্যাক্সি। তাতে আমাদের ঊর্ধ্ববাহু নৃত্য করা উচিত কিনা সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায় এই আদ্যোপান্ত বাঙালী কায়স্থসন্তানটি ‘হয়তো’ ভারতবর্ষের সবচেয়ে ‘জনপ্রিয়’ ডিটেকটিভ চরিত্র। সায়েবিয়ানার চিহ্নমাত্র না থাকা এই দোষেগুণে ভরা চরিত্রটি বাংলার বাইরেও এতো জনপ্রিয় কেন বলুন তো? শুধুই কি রজিত কাপুরের ফাটাফাটি অভিনয়?

এপ্রিল ২৬, ২০১৪

ছেলেবেলায় লোডশেডিং এ কিন্তু এতো কষ্ট হত না ,লোডশেডিং হলেই পুরো পাড়া জুড়ে একটা 'হা আ আ' ছড়িয়ে পড়ত বেশ মনে আছে, তাতে আমার বয়েই গেল আর যাই করুক জোর করে পড়তে তো বসাতে পারবে না... হু হু বাবা আমিও কম যাইনা, মাকে সেদিন ভাল করে বুঝিয়েছি মোমবাতির আলোয় পড়ার ক্ষতি। তখন এমন পাড়ায় পাড়ায় পাঁচভূতুড়ে generator র চল ছিল না inverter র নাম শুনেছি বলে মনেও পরে না তাও গরমের সন্ধেগুলো বেশ কেটে যেত, আলো গেলেও বাতাস তখন 'আমার দায় পরেছে' বলে ভেগে যেত না, নেহাতই যদি গুমোট থাকত তাহলে তো আরই মজা রাতে নির্ঘাত বৃষ্টি হবে... এখন আর কলকাতায় থাকি না,সেখানে কেমন গরম পরেছে, কাগজে পড়ি; এখন আর নাকি হাওয়া চলে না, লোডশেডিং ও বোধহয় উন্নয়নের ঘোড়ায় চেপে চলে যাচ্ছে... যাকগে তবু হাড়ে বাতাস তো লাগুক...

এপ্রিল ২৬, ২০১৪

হপ্তাদুয়েক আগেও খবরের কাগজ আর ফেসবুকের দেওয়াল ছেয়ে ছিল একটাই খবর, ফ্লাইট MH370। প্রার্থণা আর উৎকন্ঠার ঢেউ সবার স্ট্যাটাসে, কমেন্টে। মনে হয়েছিল দেশ-মহাদেশের কাঁটাতার ভেঙে আমরা সব্বাই দাঁড়িয়ে আছি এক ইউটোপিয়ান নো-ম্যানস-ল্যাণ্ডে, খবর নিচ্ছি আমার দূরদেশের বন্ধুর। ওই যে কার যেন ফোন বেজেছে, ভারত মহাসাগরে ওই যেন কিসের ভাঙা টুকরো? তবে কি? তবে কি বেঁচে আছে কেউ? প্রাণ আছে? প্রাণ আছে?

তারপর আইপিএল এল, ভোট এল, বক্তৃতার কচকচানি আর পাঞ্জাবি কমেন্টেটরের নির্বোধ শায়রির তোড়ে আমরা ভুলেই গেলাম ওই হারিয়ে যাওয়া ২৩৯জন বন্ধুর কথা। খবরগুলোও আস্তে আস্তে বিদায় নিল প্রথম পাতা থেকে। একঘেয়ে ব্যর্থতার খবর আর কদ্দিন ভালো লাগে, বলুন?

ফ্লাইট MH370 আজ সত্যিই মিসিং, চিরতরে।

এপ্রিল ২৭, ২০১৪

রূপ দেখতে তরাস লাগে, বলতে করে ভয়...
কেমন করে রাক্ষসীরা মানুষ হয়ে রয়...
সেকালে রোববার দুপুরগুলো ভয় স্পেশাল ছিল। খাওয়াদাওয়া সেরে চিলেকোঠার ঘরের সবকটা জানলা আটকে দিতে হত। তারপর তাকের কোণা থেকে বের করতে হত নীল বাঁধানো বইটা। একটা জানলা অল্প ফাঁক করে শুরু হত অ্যাডভেঞ্চার। সমস্ত পাড়া ঘুমোয়, আর আমার চিলেকোঠার ঘরে, নীলকমল জাগে। মুখস্ত হয়ে গেছে পড়তে পড়তে, তবু গায়ে কাঁটা, তবু আবোলতাবোল স্বপ্ন। মানুষের বয়স হলে এমন হোঁৎকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না। ওই বালক সংঘের মাঠটা, ওটাই যে তেপান্তরের মাঠ। ওই যে মাঠের ধারে ঝুপো বটগাছটা, ওখানেই কি থাকে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী? ওরা যে খুব ভালো, ঠোঁট লাল করা আইসক্রিমের মত,মায়ের শাড়ির হলুদের গন্ধের মত ভালো। ছোঁয়া যাবে? একবার উঠতে দেবে গো? ব্যথা দেবো না, প্রমিস। জানিনা আজকের বুদ্ধু-ভুতুমদের গা শিরশির করে নাকি, অঙ্ক

খাতার পিছনে কায়দা করে 'এ'-ক লেখা প্র্যাকটিস করে কিনা। আমার শৈশব শীত-বসন্তের মত আলাদা হয়ে গেছে অনেককাল, কবে মিলবে? চিনতে পারবে ঠিক? মনের মলাটটা আজও নীল, আজও উপহারের জায়গাটায় নাম লিখিনি। ধুলোমলিন,কোণাগুলো ভেঙে গিয়েছে,তবু আজও কোন এক জাদুকাঠির ছোঁয়ায় নীল মলাটে সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করে 'ঠাকুমার ঝুলি'।

এপ্রিল ২৮, ২০১৪

কলকাতায় ইদানিং একটা ব্যাপার হচ্ছে, একদল বা একজন মানুষ কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পরছেন, না না সন্ন্যাস নিয়ে নয়, হাতে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে, কিসের ছবি? তা যা কিছুর হতে পারে গাছ, পাখি, নর্দমা, ল্যাম্পপোস্ট, সাপ, ব্যাং, শকুনির ঠ্যাং কিচ্ছু বাদ দিচ্ছেন না, তবে এত সাবজেক্টের ভিড়ে তাদের সব থেকে প্রিয় সাবজেক্ট নিঃসন্দেহে ভিখিরি বা তাদেরই সমগোত্রীয় রাস্তায় বা ফুটপাতের ঝুপড়ির বাসিন্দারা। নোংরা কালো বাচ্চা দেখলে তো কথাই নেই, shutterbug-রা সঙ্গে সঙ্গে রেডি। বাচ্চাগুলোও দিব্যি হাসিমুখে পোস দেয় হাত বাড়িয়ে উচ্ছিষ্ট লজেন্স আর খুচরো পয়সাও নেয়। সেইরকমই এক দলের পাল্লায় পরে আমরাও কয়েকজন বেড়িয়ে পরেছিলাম সেদিন, নর্থের বেশ কয়েকটা ভাঙ্গাচোরা বাড়ির কায়দা মাফিক ছবি তুলে নিজেদের রঘু রাই ভাবতে ভাবতে এগোতে লাগলাম, পথে অবশ্য কালো কালো বাচ্চাদের ঢের দেখেছি, তবে ছবি তুলিনি, (আসলে এবঙের সাফল্যর পর আমরা এখন রাস্তায় আগের চেয়ে একটু বেশি 'prophet' খেলি)। অবশ্য এটা আগের থেকেই ভেবে
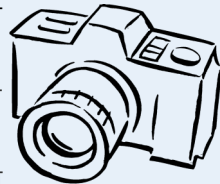
রেখেছিলাম যে বাড়ি ফিরে সময় করে photoshop র সামনে বসে যাব, রঘু রাইয়েরই একটা ছবি থেকে বাচ্চা 'নিয়ে' হাবিজাবি জুড়ে রঙ ঘষে বানাব একটা abstract আর্ট, তারপর একটা সুড়সুড়ি দেওয়া লেখা দিয়ে ছেড়ে দেব ব্লগে। লাইক তো পাব কটা, কারণ ততক্ষণে আমাদের 'ethics' র খোলসটা খুলে ফেলেছি যে।

এপ্রিল ২৯, ২০১৪

১৯৮০ সালে আসামে সরকারী বনসৃজন প্রকল্পে শ্রমিক হিসেবে ঢুকেছিল এক বছর কুড়ির যুবক। পাঁচ বছর ধরে জঙ্গল বানানোর কাজে সে দেখেছিল ছায়ার অভাবে মরে যাচ্ছে কত সরীসৃপ, আসছেনা পাখিরা, কমে যাচ্ছে হাতিও। কাজ শেষ হবার পর তাই তার মাথায় চেপে বসল এক ভূত, আরো জঙ্গল বানাবার ভূত। কেউ পাত্তা দিল না, সরকার পাগল ঠাউরালো। সে একা শুরু করল তার লড়াই।

গ্রামের থেকে লাল পিঁপড়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দিল মাটিতে, মাটিকে উর্বর করতে তার অভিনব আইডিয়া। রোজ পুঁতে যেতে লাগলো অসংখ্য চারাগাছ। ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল পাখিরা,সরীসৃপেরা, এমনকি হাতিরাও। তাদের খাবার জন্য জঙ্গলে প্রচুর কলাগাছ বসিয়ে দিল সে, যাতে খাবারের অভাবে তারা গ্রামে হামলা না করে। তিরিশ বছর পর দেখা গেল সেই পাগলটা একা হাতে নতুন করে গড়ে ফেলেছে ১৩৬০ একর অরণ্য।

পঞ্চাশোর্ধ সেই প্রৌঢ়ের নাম, (নাঃ, রাজু পাঁড়ে নয়) যাদব পায়াং ওরফে মলুই। তিনি

এখনও গাছ লাগিয়ে যাচ্ছেন নীরবে, নিরুপদ্রব জায়গা করে দিচ্ছেন বনের বাসিন্দাদের, সুবাতাসে ভরে দিচ্ছেন পৃথিবী; রোজ, একা। আর সেই একা হাতে লালন করা স্বপ্নের জঙ্গল আর সব ফিরে আসা পশুপাখিরা তার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে বলছে, এভাবেও ফিরে আসা যায়!

এপ্রিল ২৯, ২০১৪

মমো নমোকে মারিয়াছে- তাই নমো কমিশনার মশায়ের কাছে নালিশ করিয়াছে। কমিশনার আসিয়া বলিলেন, "কি হে মমো, তুমি নমোকে মেরেছ?” মমো বলিল, "আজ্ঞে না, মারব কেন ? একটু গাল দিয়েছিলাম, গালে খামচিয়ে দিয়েছিলাম, আর একটুখানি মামলা করার ভয় দেখিয়েছিলাম।" কমিশনার মহাশয় বলিলেন, "কেন ওরকম করেছিলে?" মমো খানিকটা আমতা আমতা করিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, ও খালি খালি আমায় চটাচ্ছিল।" কমিশনার মশাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় মেরেছিল?" "না।" "ধমকিয়েছিল?" "না।" "তবে" "বারবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে বোকার মত কথা বলছিল, তাই, আমার রাগ হয়ে গেল।" কমিশনার মশাই তাহার কান ধরিয়া বেশ ভালোরকম নাড়াচাড়া দিয়া বলিলেন, "মেজাজটা এখন থেকে একটু সংশোধন করতে চেষ্টা কর।" ছুটির পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁরে মমো, তুই খামকা ঐ নমোটাকে মারতে গেলি কেন?" মমো বলিল, "খামকা মারব কেন? কেন মেরেছিলাম ওকেই জিজ্ঞাসা কর

না !" নমোকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "খামকা নয় তো কি? তুই বাপু ছবি এঁকেছিস সেটা তমুককেই বিক্রি করতে গেলি কেন? আর যদি বিক্রিই করলি, তাহলে তাই নিয়ে আবার মারামারি করতে এলি কেন?"

অনেকদিন পর 'কালাচাঁদের ছবি' পড়তে গিয়ে দেখলাম নামগুলো সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। কেউ দায়িত্ব নিয়ে সংশোধন করে দিলে যারপরনাই আনন্দিত হব।

অপ্রকাশিত লেখা

শহরে দীর্ঘদিন ঠেকা গাড়বার পরেও যারা শহুরে নয়, সেই ফেরিওয়ালাদের অবস্থা থেকে আস্তানা কোনোটাতেই পরিবর্তনের হাওয়া কাজ করেনি বলা যায় (ইস্যু করবেন না পিলিস)। অবশ্য এরা তদর্থে আবার বেশীরকম অ-সামাজিক কি না। তবে হক কথা এই, যে ফেরিওয়ালা জাতটা বেজায় কনফিউজিং (এই খন্ডিত স্বাধীন ভারতে প্রতিটি জাত-বেজাতের মানুষদের র‍্যানডম স্যাম্পলিং-এর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনে এই পেশাকে টেক্কা দেওয়া দেশে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকার মতই অসম্ভব)। এদের মধ্যে বঙ্গদেশে কেবল দক্ষিণ ভারতীয়রা বাড়ন্ত (ছিঃ ঘরে ইডলী নেই বলতে নেই) । কাশ্মীরের গোলাপী বর্ণ থেকে পোস্তর দেশের খোট্টা-জোব্বার গন্ধ, কচ্ছের এক-গা-গয়নার ঝিলিক থেকে খৈনিখোর বিহারী কাগজওয়ালা, বাংলাটাকে নিজ নিজ জিভের সমস্যার দোহাই দিয়ে সব্বার ইদ থেকে ইফতার কেটে যায়।

‘এ বাবু, কাগুজ নেহী দেনা?’

মান্ধাতার আমলের হাঁটু পর্যন্ত গোটানো ধুতি, গায়ের গোটা চারেক জায়গাতে হা-ওলা জামা, কোঁচড় হিসাবে ব্যাবহার করা ছিদ্র বিশিষ্ট তেলচিটে গামছা, মাথায় বোঁচকার কাগজের ডাঁইটাতে সিলভার ফিশের অন্ততপক্ষে ১১ টি পরিবার জীবনযাপন। মোটামুটি এই হল পঞ্চাশোর্ধ ফেরিওয়ালা। যাদের লাল-নীল রোদচশমায় জীবন রঙিন, তাদের অতি উৎসাহী প্রশ্নের কখনো কখনো উত্তর আসে, ‘এজ্ঞে বাপে অন্যকিছু বেচা করত, এহন সেসবের কাটতি নাই তো, আমি অন্য কিছু বেচা ধরিচি, যহন যেমন বাজার আর কি? হেঃ হেঃ।’ বাজারের চাহিদা-দাম-যোগানের পাশাপাশি 'বিক্কিরির' ধরন বদলে কখনো লিভাগড-রেকর্ড গলা চেঁচায় (এটার উৎকৃষ্টতা বন্ধ বাথরুমেও টের পাবেন), কখনো হরেকমাল - ২০ টাকা (কোয়ালিটি নিয়ে কথা হবে না) । বিনিময় প্রথার পুনরুজ্জীবিতকরণে এদের অবদান আমি কি ভুলিতে পারি! গ্রাম থেকে মফস্বল হয়েছে...তা থেকে শহর। গলি ঘুঁজিতে অথবা রেল লাইনের বস্তিতে এরা বেঁচে বর্তে আছে ঠিকই। ওই সার সার পায়রার খোপের মত ঘরগুলোতে রোজা চলে, ছট পূজা চলে, সস্তার সিনেমার টিকিট চলে, ডেনড্রাইটের আসরও চলে। প্রত্যেক আদম

শুমারীতে এদেরও শহরবাসী বলেই খাতায় নাম তোলা হয়, মায় আধার কার্ডের ধারকও। যারা শহরের তলানিতে, শহুরে হবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য... ভাগ্যিস!! সমকামী দেখে নাক সিঁটকানেওয়ালাদের 'সামাজিক' হবার প্রতিযোগী কি কিছু কম পড়িল?